ইনকিলাব

FEB. 03 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম ... ...

শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মর্মান্তিক মৃত্যু সকলকেই ব্যথিত ও শোকাহত করিয়াছে। শুক্রবার সকালে বাইসাইকেলে ক্যাম্পাস সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অতিক্রমকালে রং সাইডে আসা একটি দ্রুতগামী বাসের চাকায় তিনি পিষ্ট হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার, পঙ্গু হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইলেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও জনপ্রিয় শিক্ষক কাউসার হুসাইনকে বাঁচানো সম্ভব হয় নাই। তাহার সময়মতো সুচিকিৎসা হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহার তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ইহাই প্রত্যাশিত। দেশের প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গেটে স্ট্রেচারের অভাবে একজন মরণাপন্ন রোগীকে গেটে ১৫ মিনিটের মতো অপেক্ষায় রাখিবার অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশার ইহা যেন আর এক দুঃখজনক নজির। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জনপ্রিয় শিক্ষকের, যিনি একই সঙ্গে কবি, সাংবাদিক এবং সমাজকর্মীও, মর্মান্তিক মৃত্যুতে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের শোক ও বেদনার পাশাপাশি ক্ষোভ ছিল স্বাভাবিক। একটি ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীর নিত্যদিনের যাতায়াত পথ যে মোটেই নিরাপদ নয়, একজন শিক্ষকের প্রাণের বিনিময়ে সেই নিষ্ঠুর সত্যই আবার প্রকাশ পাইল। নিরাপদ সড়কের জন্য ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা ২০ মাইল নির্ধারণ, স্পিড ব্রেকার স্থাপন এবং স্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। অতীতেও রাজধানীর সহিত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান এই রুটে সড়ক দুর্ঘটনায় অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ব্যস্ত সড়কে ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধানে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ও উদাসীনতাই একজন প্রিয় শিক্ষকের মৃত্যুর পর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করিয়া তোলে। তবে ইহার প্রতিক্রিয়ায় যানবাহন ভাংচুর এবং দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করিয়া রাখা অনাকাঙ্ক্ষিত। ইহাতে হাজার হাজার যাত্রী অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়ে। অভাবনীয় যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির শিকার হইবার পর দুর্ঘটনায় নিহতের প্রতি শোক প্রকাশের কথাও কেহ ভাবে না। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ কেন এই বিষয়টি বিবেচনায় লইবে না? অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের মোকাবেলায় পুলিশ যে আচরণ করিয়াছে, উহাকে বাড়াবাড়ি বলিলেও কম বলা হয়। অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করিতে তাহারা লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং রাবার বুলেট ব্যবহার করে। আহত হয় দেড় শতাধিক। এমনকি শিক্ষক এবং ছাত্রীদেরও হেনস্থা করার নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। উপাচার্যের অফিসে অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনাকালে বিনা উস্কানিতে কেন হামলা চালানো হইয়াছে আমরা উহার তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবি করি। বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়, এই অভিজ্ঞতা পুলিশের ঝুলিতে কম জমা নাই। কয়েকদিন পূর্বে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। আর কি শিক্ষা হইলে পুলিশ সংযমী আচরণ করিবে, ইহাই বড় প্রশ্ন। আমরা নিহত শিক্ষকের রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাই। এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালককে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং বিচারে সোপর্দ করিবার কাজটিও দ্রুত সম্পন্ন করা চাই।